শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা দেবীর

সাধারণ পূজা পদ্ধতি।

প্রণবাশ্রম কাশীধাম হইতে
শ্রীপ্রণবানন্দ স্বামী দ্বারা
প্রকাশিত।

সন ১৩১৯

প্রিণ্টার—শ্রীআশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়,
মেট্‌কাফ্ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্;
৩৪ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণাদেবীর

সাধারণ পূজার ক্রম।

নিকোনো চুকোনো স্থানে আসন পেতে, সম্মুখে কোশা রাখিয়া, পবিত্র শরীরে পবিত্র বসন ধারণ করিয়া পূজার উপচার পুষ্প, চন্দন, বিল্বপত্র, তুলসী, আতপ চাউল, দূর্ব্বা, রক্ত চন্দন, নৈবেদ্য, মিষ্টান্ন আদি যথাস্থানে রাখিয়া ("কুশ পুষ্প সমিধ্ বারি ব্রাহ্মণঃ স্বয়মাহরেৎ" অর্থাৎ কুশ, ফুল, আহুতির বস্তু, জল, এইগুলি নিজে আনা উচিৎ) আসনের উপর বসিয়া, নমঃ আত্মতত্ত্বায় নমঃ, নমো বিদ্যাতত্ত্বায় নমঃ, নমঃ শিবতত্ত্বায় নমঃ, এই তিনটী মন্ত্রের এক একটী বলিয়া, এক একবার একটু একটু জল মুখে দিয়া, আচমন করিতে হইবে। এই মতে দুইবার করিলেই আচমন করা হইল। ইহা সন্ধ্যা ও গায়ত্রী-জপের জন্য। [শেষের নমঃ শব্দটী স্ত্রীলোকে বলিবেন, আর ব্রাহ্মণে স্বাহান্তমন্ত্র বলিবেন, অর্থাৎ আত্মতত্ত্বায় স্বাহা ইত্যাদি]

ইষ্ট পূজার আচমন বিধি।—তিনবার মূলমন্ত্র হ্রীং বোলে এমত অংশ জল জিহ্বায় স্পর্শ করাও,

জিহ্বায় ঠেকিয়াই ফুরিয়ে যায়, গলার ভিতর না যায়। ব্রাহ্ম্যৈ নমঃ বোলে ডান্ হাতের বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে ঠোঁট দুটী পুঁছে ফেল। মাহেশ্বর্য্যৈ নমঃ বোলে হাত ধুয়ে ফেল। কৌমার্য্যৈ নমঃ বোলে ডান্ হাতের অনামিকা, মধ্যমা ও অঙ্গুষ্ঠের মাথা এক কোরে ঠোঁট দুটী স্পর্শ কর। বৈষ্ণব্যৈ নমঃ বোলে দু নাকের (দক্ষিণ ও বাম) ফুটো দুটী স্পর্শ কর। বারাহ্যৈ নমঃ বোলে দক্ষিণ ও বাম চক্ষু দুটী স্পর্শ কর। ইন্দ্রাণ্যৈ নমঃ বোলে দক্ষিণ ও বাম কর্ণ স্পর্শ কর। চামুণ্ডায়ৈ নমঃ বোলে নাভি ছোঁও। মহালক্ষ্ম্যৈ নমঃ বোলে বক্ষে হাত দাও। এই আচমনটী জলশুদ্ধির পরে ইষ্টপূজার অগ্রে ও এই সময় এবং ইষ্টপূজার মধ্যে যেখানে যেখানে "আচমন" বোলে লেখা আছে সেই সেই স্থানে করিবা।

এইখানে এই মন্ত্রে পুষ্প শোধন করিবে। পুষ্পপাত্রে দক্ষিণ হস্তের সমস্ত অঙ্গুলি বিস্তার করিয়া ফুলের উপর দিয়া "পুষ্পে পুষ্পে মহাপুষ্পে সুপুষ্পে পুষ্পসম্ভবে পুষ্পচয়াব-কীর্ণে চ হুং ফট্ (স্ত্রী ও শূদ্রেরা নমঃ বোলো, স্বাহা বোলো না, বলিতে নেই) স্বাহা"—বলিতে হয়। ঐ পুষ্প হইতে একটী পুষ্প লইয়া ঐং রং অস্ত্রায় ফট্ বলিয়া দুহাতে বোগড়ে বাঁ দিকে ফেলিয়া দিয়া পুষ্পে জলের ছিটে দিয়ে তাকাতে হয়। তাহা হইলেই পুষ্প শোধন হইল।

সাধারণ পূজার ক্রম

পশ্চ সম্মুখে এই রকম একটী যন্ত্র মাটিতে আঁকিয়া (ইহা জল দ্বারা লিখিতে হইবে) "এতে গন্ধপুষ্পে নমঃ আধারশক্তয়ে নমঃ" বলিয়া একটী চন্দনযুক্ত শোধিত ফুল ঐ ত্রিকোণ রেখা মধ্যে দিবে। ফট্ এইমন্ত্র বলিয়া কোশা ধৌত করিয়া ঐ ফুলের উপর রাখিয়া নমঃ এই মন্ত্র বলিয়া জল পূর্ণ করিবে। ঐ জলের উপর চন্দন, তুলসী, পুষ্প, তণ্ডুল, বিল্বপত্র, দূর্ব্বা বিনা মন্ত্রে ফেলিতে হয়। তার পরে দক্ষিণ হস্তের সকল অঙ্গুলি মুটো বান্ধিয়া কেবল মধ্যমা অঙ্গুলিটী উঁচু করিয়া হাতটী একটু উঁচু করিয়া "নমো গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি নর্ম্মদে সিন্ধো কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু" এই মন্ত্রটী বলিয়া মনে মনে কল্পনা করিবে সূর্য্যমণ্ডল হইতে সমস্ত তীর্থের সহিত সমুদ্র ও সপ্তগঙ্গাকে এই কোশার জলে আনিলাম, আর ঐ দক্ষিণ হস্তের মাঝের আঙ্গুলটী ঐ জলের উপর স্পর্শ করাইয়া এই রকম একটী ত্রিকোণ রেখা কাটিয়া ঐ জলের উপর ধেনুমুদ্রা দেখাইবে। দক্ষিণ হাতের বুড়ো আঙ্গুল বাঁ হাতের বুড়ো আঙ্গুলের উপর রাখিয়া হাত দুটী জোড় করিয়া আঙ্গুলের ফাঁকে ফাঁকে দুহাতের অঙ্গুলি গুলি দুহাতের পিঠে ফেলিয়া ডান্ হাতের তর্জ্জনীতে বাঁ হাতের মধ্যমা, বাঁ হাতের তর্জ্জনীতে ডান্ হাতের মধ্যমা, বাঁ হাতের কনিষ্ঠাতে ডান্ হাতের অনামিকা আর ডান হাতের অনামিকাতে বাঁ হাতের কনিষ্ঠা একত্র

সংযোগ করিলেই ধেনুমুদ্রা হয়। গরুর চারিটী বাঁটের মত আঙ্গুল সাজাইলেই ধেনুমুদ্রা হয়। এই মুদ্রা দেখাইয়া মৎস্যমুদ্রাদ্বারা ঐ জল আচ্ছাদন করিয়া দশবার মূলমন্ত্র (হ্রীং) জপ করিতে হয়। ডান্ হাতের পিঠের উপর বাঁ হাতের তালু রাখিয়া দুই হাতের দুই বুড়ো আঙ্গুল নাড়িলে যখন মাছের ডানার মত হইবে তখনই মৎস্যমুদ্রা হয়।

ঐ জল, ঐ মধ্যমা ও অনামিকা অর্থাৎ মাঝের দুইটী আঙ্গুলের অগ্রভাগ দিয়া আপন মস্তকে গঙ্গা গঙ্গা গঙ্গা করিয়া তিনবার দিবে এবং সর্ব্বদ্রব্যতে ছিটে দিবে। মৎস্যমুদ্রায় ঐ জলের উপর দশবার হ্রীং মূল মন্ত্র জপের পর ঐ কোশার ডগার দ্বারদেশে ফট্ বলিয়া জলের ছিটে দিবে, পরে একটী বিল্বপত্রের উপর চন্দন, আতপচা'ল, দূর্ব্বা, পুষ্প দিয়ে এক অর্ঘ্য সাজিয়ে ঐ কোশার ডগায় দিবে ইহাকে সামান্যার্ঘ্য বলে। তার পর একটী ফুল চন্দনে মাখাইয়া লইয়া "এতে গন্ধপুষ্পে নমো দ্বার-দেবতাভ্যঃ নমঃ" বলিয়া ঐ দ্বারদেশে ঐ ফুলটী রাখিবা। তারপর মূলমন্ত্র হ্রীং মনে মনে স্মরণ করিতে করিতে ঊর্দ্ধ আকাশে দৃষ্টি করিয়া শূন্যের সকল বিঘ্ন নিবারণ হউক এই চিন্তা করিয়া অস্ত্রায় ফট্ বলিয়া ঊর্দ্ধ বিঘ্ন নিবারণ করিবে ইহাতেই অন্তরীক্ষের সকল বিঘ্ন নষ্ট হয়। তার পর পায়ের গোড়ালি দ্বারা মাটিতে তিনবার আঘাৎ করিয়া ভৌম বিঘ্ন নিবারণ করিয়া দক্ষিণ হস্তে চাট্টি চাউল,

লইয়া ফট্ এই মন্ত্র সাতবার জপ করিয়া "অপসর্পন্তু তে ভূতা যে ভূতা ভুবি সংস্থিতাঃ। যে ভূতা বিঘ্নকর্ত্তার-স্তে নশ্যন্তু শিবাজ্ঞয়া॥" বলিয়া চাউলগুলি চারিদিকে ছিটিয়ে ফেলিবে।

এই স্থানটী ইষ্টপূজার আচমনের স্থান জানিও। এইখানে পূর্ব্ববৎ আচমন করো।

পরে একটী ফুল চন্দনে মাখিয়ে "হ্রীং আধারশক্তয়ে কমলাসনায় নমঃ" বলিয়া আসনে ফেলিয়া পূজা করিবা। পরে বাঁহাতের অনামিকা ও মধ্যমা দিয়া ঐ আসন ধরিয়া "আসনমন্ত্রস্য মেরুপৃষ্ঠঋষিঃ সুতলং ছন্দঃ কূর্ম্মো দেবতা আসনং পরিগ্রহণে বিনিয়োগঃ। পৃথ্বি ত্বয়া ধৃতা লোকা দেবি ত্বং বিষ্ণুনা ধৃতা। ত্বঞ্চ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রং কুরু চাসনং" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া বদ্ধাঞ্জলি (হাত দুটী জোড় করিয়া) হইয়া, বাঁকানে নিয়ে "গুরুভ্যো নমঃ" "পরমগুরুভ্যো নমঃ" "পরাপরগুরুভ্যো নমঃ" ডানকানে নিয়ে "গণেশায় নমঃ" ভ্রূমধ্যে মূলমন্ত্র হ্রীং বলিয়া "হ্রীং শ্রীঅন্নপূর্ণায়ৈ নমঃ"। প্রণাম করিয়া ঊর্দ্ধে তিনবার তালি দিয়া একহাতে (ডান্ হাতে) তুড়ি দিতে দিতে দশদিক্ (পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, নৈঋত, বায়ু, ঈশান, অগ্নি, অধ এবং ঊর্দ্ধ এই দশদিক্) বন্ধ করিবা। একটি ফুল চন্দনের সঙ্গে নিয়ে দুই হাতে রোগ্‌ড়ে ফেলে দিবা। ইহাতে কর শুদ্ধি হইল জানিবা। ব্রাহ্মণেরা এইখানে ষোঢ়া, মাতৃকাও

কোর্ত্তে পারেন। এখানেও ভূতশুদ্ধি কোর্ত্তে পারো (ছয়ের পাতে লেখা আছে) তারপর ঋষ্যাদিন্যাস করিবা। যথা—

অস্য হ্রীং অন্নপূর্ণামন্ত্রস্য ব্রহ্মঋষিঃ পংক্তিচ্ছন্দো হ্রীঁ অন্নপূর্ণা দেবতা হ্রীং বীজং হুং শক্তিঃ ক্রীং কীলকং পুরুষার্থ-চতুষ্টয়সিদ্ধ্যর্থে বিনিয়োগঃ। শিরসি ব্রহ্মঋষয়ে নমঃ, মস্তকে হাত দিবে। মুখে পংক্তিচ্ছন্দসে নমঃ (ঐ মুখে হাত ঐ রকম) হৃদি হ্রীং অন্নপূর্ণাদেবতায়ৈ নমঃ, গুহ্যে হ্রীং বীজায় নমঃ, বাম হস্ত গুহ্যদেশে দিবে। পাদয়োঃ হুং শক্তয়ে নমঃ, দুপায়ে হস্ত দিবে। সর্ব্বাঙ্গে ক্রীং কীলকায় নমঃ (সর্ব্বাঙ্গে হস্ত দিবে) এইখানে অঙ্গন্যাস করিবা যথা— "হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ" ডানহাতের তর্জ্জনী ও মধ্যমার অগ্রভাগ দিয়ে হৃদয় স্পর্শ কর। "হ্রীং শিরসি স্বাহা" ঐ রকম ব্রহ্মতালু মস্তকে স্পর্শ কর। "হ্রূং শিখায়ৈ বষট্" বুড়ো আঙ্গুলের ডগা দিয়ে শিখা স্পর্শ কর (শিখা ঘাড়কে বলে) "হ্রৈং কবচায় হুং" দুহাতের আঙ্গুল দিয়ে বিপরীতক্রমে বাঁ হাতদ্বারা ডান্ হাত ও ডান্ হাত দ্বারা বাঁ হাত স্পর্শ কর। "হ্রৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্" বলিয়া ডান্ হাতের তর্জ্জনী দ্বারায় ডান্ চক্ষু, মধ্যমা দ্বারায় ভ্রূমধ্যের উপরে দিব্য চক্ষু ও অনামিকাতে বাঁ চক্ষু স্পর্শ করিবে। "হ্রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্" বলিয়া বাম করতল বেষ্টনপূর্ব্বক বাঁ হাতের তালুতে ডান্ হাতের তর্জ্জনী ও

মধ্যমা দিয়া আঘাৎ করা ইতি অঙ্গন্যাস। পরে করন্যাস। যথা :—

"হ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ" দুই হাতের তর্জ্জনী দুহাতের বৃদ্ধাঙ্গুলির উপর দিবা। "হ্রীঁ তর্জ্জনীভ্যাম্ নমঃ" (ঐ রকম তর্জ্জনীর নখ বুড়ো দিয়ে ছোঁয়া) "হ্রূঁ মধ্যমাভ্যাং বষট্" (মধ্যমার নখ ছোঁয়া) "হ্রৈঁ অনামিকাভ্যাং হুং" (ঐ রকম অনামিকার নখ ছোঁয়া) হ্রৌঁ কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট" (ঐ ক'ড়ের নখ ছোঁয়া) "হ্রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্" বলিয়া তালি দিবে। ভূতশুদ্ধি যদি ইচ্ছা হয় তো এই বকম পাঠ করিও *। নমো ভূতশৃঙ্গাটাচ্ছিরঃ সুষুম্নাপথেন জীব-শিবং পরমশিবপদে যোজয়ামি নমঃ। নমো যং লিঙ্গ-শরীরং শোষয় শোষয় নমঃ। নমঃ রং সঙ্কোচশরীরং দহ দহ নমঃ। নমঃ পরমশিবসুষুম্নাপথেন মূলশৃঙ্গাটমুল্লসোল্লস জ্বল জ্বল প্রজ্বল প্রজ্বল সোহহং হংস নমঃ। ইহাতেই ভূত শুদ্ধি হয়।

এইবার ষড়ঙ্গন্যাস। যথা—"হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ" বক্ষঃস্থলে হাত দিবে। "হ্রীঁ শিরসে স্বাহা" মস্তকে হাত দিবে। "হ্রূঁ শিখায়ৈ বষট্" শিখাতে হাত দিবে। "হ্রৈং কবচায় হুং" এই বলিয়া বাঁ হাত দক্ষিণ কাঁধে ও দক্ষিণ হাত বাঁ কাঁধে দিবে। "হ্রৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্" বলিয়া দক্ষিণ হাতের অনামিকাটী বাঁ চক্ষু বুঁজিয়া তার উপর, মধ্যমাটী ভ্রূমধ্যতে আর তর্জ্জনীটী দক্ষিণ চক্ষু বুঁজিয়া তার উপর দিবে। "হ্রঃ

---

* ছয়ের পাতে ঋষির ন্যাসের আগেও ভূতশুদ্ধি কোর্ত্তে পার।

করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্” বলিয়া দুই হাতে ঐ রকম দুই কাঁধ ছুঁইয়া বাঁ হাতটার কব্জি ডান্ হাতের কব্জি দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে বাঁ হাতের তালুতে দক্ষিণ তর্জ্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলি দিয়ে তালি দিবে। তা হোলেই ষড়ঙ্গন্যাস হইল।

প্রাণায়াম প্রারম্ভ।

প্রাণায়াম যথা—দক্ষিণ হস্তের বুড়ো আঙ্গুলের দ্বারা দক্ষিণ নাসিকা চাপিয়া মূলমন্ত্র হ্রীং চারিবার জপ করিতে করিতে (বাঁ হাতে সংখ্যা রাখিতে হয়) বাঁ নাক দিয়ে বায়ু টেনে নিতে হয়। যখন পেট্‌টী বায়ুর দ্বারা পূর্ণ হইয়া আসিবে একটুও খালি থাকিবে না, তখন অনামিকা আর কনিষ্ঠা এই দুইটীর দ্বারা বাঁ নাকের ফুটোটী চেপে ধোরে বায়ুকে হৃদয়ে ধারণ কোরে বাঁ হাতে ষোলবার মূল মন্ত্র হ্রীং জপ কোরে (বাঁ নাক চাপা থাকিবে) দক্ষিণ নাকের বুড়ো আঙ্গুল উঠিয়ে নিয়ে বাঁ হাতে আটবার মূল মন্ত্র হ্রীং জপ করিতে করিতে ধীরে ধীরে সমস্ত বায়ু ত্যাগ করিয়া ফেলিবে; এটী দক্ষিণ নাকের দ্বারায় ফেলা হইবে। ঐ অবস্থায় বায়ু সমস্ত বেরিয়ে যাওয়ার পরেই এবার বাম

নাক কনিষ্ঠা ও অনামিকা দিয়ে টিপে ধোরে ঐ রকম চারিবার হ্রীং জপ করিতে করিতে দক্ষিণ নাক দিয়ে বায়ু পূরণ, সেই রকম পেট্‌পূরে গেলে টিপে ধোরে ষোলবার হ্রীং জপ কুম্ভকে ফের বাঁ নাক ছেড়ে আটবার হ্রীং বোল্‌তে বোল্‌তে রেচন, জপ ঐ একই রকম; এটী বাঁ নাক দিয়ে ফেলিবে। এবার আবার ঐ রকম সমস্ত এবং দক্ষিণ নাক দিয়ে ফেলা হইবে। এই একটী প্রাণায়াম শেষ হইল।

ব্যাপকন্যাস।

পাদতল হইতে মস্তক পর্য্যন্ত হ্রীং মূল মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া হাতের কব্‌জা প্রসারণ করিয়া চিৎ করিয়া উঠাইবে এবং নামাইবার সময় কব্‌জা উপুড় করিয়া নামাইবে। এমতে সাত বার করিলেই ব্যাপকন্যাস করা হইল।

ভক্তিপূর্ব্বক গুরুধ্যান। যথা—"শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশং শুদ্ধক্ষৌমবিরাজিতং। গন্ধানুলেপনং শান্তং বরাভয় করাম্বুজং। মন্দস্মিতং নিজগুরুং কারুণ্যেনাবলোকিতং। বামোরুশক্তিসংযুক্তং শুক্লাভরণভূষিতং। স্বশক্ত্যা দক্ষহস্তেন ধৃতচারুকলেবরং। বামে ধৃতোৎপলায়াশ্চ স্ববক্তায়াঃ সুশোভনং। পরমানন্দরসোল্লাসলোচনদ্বয়পঙ্কজং॥"

এই মন্ত্র বলিয়া পুষ্প চন্দনে মাখিয়ে মস্তকের উপর রাখিলেই গুরুপূজা হইল। বাড়াতে আবশ্যক হইলে পাদ্য অর্ঘ্য আদি দিয়ে "ঐঁ শ্রীগুরবে নমঃ" বলিয়া পূজা করিতেও পার।

গুরুপ্রণাম।

"গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুর্গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥"

পরে সম্মুখে একখানি তামার টাট্ বা তিলের বাটী রাখিয়া তাহার উপর একটী ফুল চন্দনে মাখাইয়া লও, আর এই এক একটী মন্ত্র বলিয়া ঐ পাত্রে রাখিতে যাও। যথা—এতে গন্ধপুষ্পে নমো গণেশাদি পঞ্চ দেবতাভ্যো নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে নমঃ আদিত্যাদি নবগ্রহেভ্যো নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে নমঃ ইন্দ্রাদি দশদিক্পালেভ্যো নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে নমঃ সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে নমঃ সর্ব্বাভ্যো দেবীভ্যো নমঃ। পরে ইষ্টদেবতার ধ্যান। যথা—নমো রক্তাং বিচিত্রবসনাং নবচন্দ্রচূড়াং অন্নপ্রদাননিরতাং স্তনভারনম্রাং। নৃত্যন্তমিন্দুসকলাভরণং বিলোক্য হৃষ্টাং ভজে ভগবতীং ভবদুঃখহন্ত্রীং॥" এই মন্ত্রটী কূর্ম্মমুদ্রার মধ্যে একটি চন্দনযুক্ত ফুল লইয়া বলিতে হইবে। বাঁ হাতের মধ্যমা ও অনামিকা দুটী আঙ্গুল মুড়ে নিয়ে তর্জ্জনী আর কনিষ্ঠাকে ছোড়িয়ে দিয়ে ডান্ হাতটী ঐ রকম করিয়া বাঁ হাতের উপর রাখিলেই কূর্ম্মমুদ্রা হয়। এই মুদ্রার ভিতর বাঁ হাতের মুটোর মধ্যে ফুল থাকিবে; এই ফুলটী যন্ত্রপুষ্প হইলে ভাল হয়; জবা, করবী পদ্মফুল রাজচম্পক বক কহ্লার অপরাজিতা

দ্রোণপুষ্প, এই কয়টীকে যন্ত্রপুষ্প বলে; কিন্তু তোমার বক-পুষ্প যন্ত্রপুষ্প হইবে না। ঐ মন্ত্র প্রথম পাঠ করিয়া আপন মস্তকে ঐ ফুলটী রাখিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া হৃদয়ে এক হাতের তালুর উপর অপর হাতের তালু রাখিয়া শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণাদেবী সম্মুখে রহিয়াছেন, আমি মানস উপচারে ত্রৈলোক্যের সমস্ত দ্রব্য দিয়ে পূজা করিতেছি, তিনি প্রসন্না হইয়া আমায় আমার ইচ্ছামত বর দিতেছেন। এই ভাবিবেন। যতক্ষণ ঐ রকমে মনস্থির থাকে ততক্ষণ থাকিয়া পরে আবার ঐ রকমে একটা ফুল লইয়া আবার ঐ ধ্যানমন্ত্রে মন্ত্রিত করিয়া একটী সাজান অর্ঘ্য বা বিল্ব-পত্রোপরি ঐ ফুল রাখিবার সময় মনে করিতে হইবে কি, আমার হৃদ্‌পদ্মের মধ্য হইতে তেজোময়ী পরমেশ্বরীকে নিশ্বাসের উপর চোড়িয়ে, শরীর হইতে বাহিরে আনিয়া ঐ ফুলের সমস্ত অণুতে মিশিয়ে রাখিলাম। তারপর দুই হাতে অঞ্জলি করিয়া দুহাতের বুড়ো আঙ্গুলের মাথার সঙ্গে তর্জ্জনীর মাথা একত্র সংযোগ করিয়া "ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ অত্রাধিষ্ঠানং কুরু" ["নমো দেবেশি ভক্তি-সুলভে পরিবারসমন্বিতে যাবৎ ত্বাং সংপূজয়িষ্যামি তাবৎ ত্বং সুস্থিরা ভব" হাত জোড় করিয়া এই কথাকটী বলিও]

পরে পাদ্যার্থে গঙ্গোদকং হ্রীং অন্নপূর্ণায়ৈ নমঃ ঐ টাটের উপর ধ্যানের ফুলটীর উপরে যা কিছু দিবার, পূর্ব্বাপর সমস্ত গুলি দিয়া যাও।২

অর্ঘ্য একটী বিল্বপত্রের উপর চারিটী চাউল দূর্ব্বা চন্দনযুক্ত একটী ফুল দিয়া "ইদমর্ঘ্যং হ্রীং অন্নপূর্ণায়ৈ নমঃ" (ব্রাহ্মণে স্বাহা বলিবেন) বলিয়া ঐ টাটের পুষ্পের উপর দিবা।

আচমনীয়ার্থে গঙ্গোদকং হ্রীঁ অন্নপূর্ণায়ৈ নমঃ (ব্রাহ্মণে স্বধা বলিবেন) বলিয়া কুশী করিয়া জল ঐ পুষ্পের উপর দিবে।

পুনরাচমনীয়ার্থে গঙ্গোদকং হ্রীং অন্নপূর্ণায়ৈ নমঃ (ব্রাহ্মণে স্বধা বলিবেন) বলিয়া ঐরূপ জল দিবে।

স্নানীয়ার্থে গঙ্গোদকং হ্রীং, অন্নপূর্ণায়ৈ নমঃ বলিয়া ঐরূপ জল দিবে।

অনামিকা অঙ্গুলির অগ্রভাগে চন্দন লইয়া এষ গন্ধঃ হ্রীং অন্নপূর্ণায়ৈ নমঃ বলিয়া ঐ ফুলে দিবে।

এতে গন্ধপুষ্পে হ্রীং অন্নপূর্ণায়ৈ বৌষট্ বলিয়া প্রত্যেক বারে এক একটী ফুল যতো পারো দিবা। তারপর এতৎ সচন্দনবিল্বপত্রং হ্রীং অন্নপূর্ণায়ৈ নিবেদয়ামি বলিয়া ঐ রকম যতো পারো দিবা, পরে এষ পুষ্পাঞ্জলিঃ হ্রীং অন্নপূর্ণায়ৈ বৌষট্ বলিয়া তিনবার দিবা।

তারপর একটী ধূপ জ্বালিয়া অথবা ধূনো আগুনে দিয়া এষ ধূপঃ হ্রীং অন্নপূর্ণায়ৈ নিবেদয়ামি বলিয়া ঐ স্থানে আলাদা রাখিয়া দিবে। যেন টাটের ফুলের উপর দিওনা। দীপ ঘৃতে ই ভাল।

একটী দীপ জ্বালিয়া এষ দীপঃ হ্রীং অন্নপূর্ণায়ৈ নিবেদয়ামি। এতৎ নৈবেদ্যং হ্রীং অন্নপূর্ণায়ৈ নিবেদয়ামি বলিয়া ঐ ঐ দ্রব্যের কাছে কুশী করিয়া জল ফেলিয়া দিবে।

পানার্থে গঙ্গোদকং হ্রীং অন্নপূর্ণায়ৈ নমঃ। ইদং তাম্বুলং (পান না থাকিলে তাম্বুলার্থে গঙ্গোদকং) হ্রীং অন্নপূর্ণায়ৈ নিবেদয়ামি। আচমনীয়ার্থে গঙ্গোদকং হ্রীং অন্নপূর্ণায়ৈ নমঃ।

পুনরাচমনীয়ার্থে গঙ্গোদকং হ্রীং অন্নপূর্ণায়ৈ নমঃ।

ষোড়শোপচারে পূজা করিতে হইলে—

[১] আসনং—নমঃ [২] স্বাগতং—সুস্বাগতং
[৩] পাদ্যং—নমঃ [৪] অর্ঘ্যং—স্বাহা
[৫] আচমনীয়ং—স্বধা [৬] মধুপর্কং—স্বধা
[৭] পুনরাচমনীয়ং—স্বধা [৮] স্নানীয় জলং—নমঃ
[৯] বস্ত্রং—নিবেদয়ামি [১০] আভরণং—নিবেদয়ামি
[১১] গন্ধঃ—নমঃ [১২] পুষ্পং—বৌষট্
[১৩] ধূপঃ—স্বধা [১৪] দীপঃ—নিবেদয়ামি
[১৫] নৈবেদ্যং—নিবেদয়ামি [১৬] বন্দনমন্ত্র যথা—

"মহামায়ে জগন্মাতঃ অন্নপূর্ণে মহেশ্বরি।
গৃহাণ বন্দনং দেবি নমস্তে পরমেশ্বরি।"

এইখানে মূলমন্ত্র হ্রীং দশবার জপ করিবা। জপ হইলে "গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্ত্রি ত্বং গৃহাণাস্মৎ কৃতং জপং সিদ্ধির্ভবতু মে দেবি ত্বৎপ্রসাদাৎ মহেশ্বরি" বলিয়া দেবীর বামহস্তে জল দিবা। পরে দেবি, চন্দ্রকৃতাপীড়ে, সর্ব্ব-

সাম্রাজ্যদায়িনি, সর্ব্বানন্দকরে দেবি অন্নপূর্ণে নমোঽস্তু তে” বলিয়া প্রণাম করিয়া পরে আবরণ দেবতার পূজা করিবে।

আবরণ দেবতার পূজা।

একটি ফুল চন্দনের সঙ্গে লইয়া এতে গন্ধপুষ্পে নমো হ্রীং অন্নপূর্ণা-অঙ্গাবরণদেবতায়ৈ নমঃ বলিয়া ঐখানে দিবে। বিশেষ করিতে হইলে সাতাইসের পাতে পুষ্পাঞ্জলি দানের পর আবরণ দেবতার পূজা লেখা আছে।

ফের পূজা (ধ্যান করিতে হইবে না) কেবল মন্ত্রে—

পাদ্যং—(যেখানে যেমন আছে) নমঃ।

অর্ঘ্যং	...	স্বাহা	গন্ধঃ	...	নমঃ
পুষ্পং	.	বৌষট্	বিল্বপত্রং	...	নিবেদয়ামি
ধূপঃ	..	স্বধা	দীপঃ	...	নিবেদয়ামি
নৈবেদ্যঃ	..	নমঃ			

প্রণাম ঐ “দেবি চন্দ্রকৃতাপীড়ে সর্ব্বসাম্রাজ্যদায়িনি। সর্ব্বানন্দকরে দেবি অন্নপূর্ণে নমোঽস্তু তে।” ইত্যাদি।

তর্পণ বাম হস্তের অঙ্গুষ্ঠ আর অনামিকার মস্তক একত্র করিয়া উহার উপর হ্রীং অন্নপূর্ণায়ৈ তর্পয়ামি নমঃ (ব্রাহ্মণে স্বাহা বলিবেন) বলিয়া তিনবার জল দিবে।

ফের আচমন কর—দুয়ের পাতায় যেরূপ লেখা আছে।

আচমনের পর অঙ্গন্যাস কর। পরে করাঙ্গন্যাস কর। পরে প্রাণায়াম কর। ৬, ৭ ও ৮এর পাতে লেখা আছে দেখ।

প্রাণায়ামের পর রুদ্রাক্ষ জীবপুতিকা কিম্বা পদ্মবীজের মালা পদ্মগ্রন্থি দিয়ে গাঁথিয়ে শোধন করিয়া (প্রতি মালা মণিটিতে একশত আট বার কোরে মূলমন্ত্র জপ করিলেই মালা শোধন হয়) গোমুখিতে লইয়া যত পার জপ কর। এক হাজার জপ হইলেই গুহ্যাতিগুহ্য মন্ত্রে জপ সমর্পণ করিয়া আবার জপ ঐ একহাজার পর্য্যন্ত এই মতে যতো ইচ্ছা করিতে পার।

একটি পুরশ্চরণ না করিলে এক প্রাণায়ামে এক হাজারের বেশী জপ হয় না। জপ সমর্পণমন্ত্র পাঠ করিয়া গুহ্যাতি জল দিয়া অন্নপূর্ণা স্তব পাঠ করো।

অন্নপূর্ণা-স্তোত্রম্।

নিত্যানন্দকরী বরাভয়করী সৌন্দর্য্যরত্নাকরী,
নির্ধূতাখিলঘোরপাবনকরী প্রত্যক্ষমাহেশ্বরী,
প্রালেয়াচল-বংশপাবনকরী কাশীপুরাধীশ্বরী,
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী। ১।
নানারত্নবিচিত্রভূষণকরী হেমাম্বরাড়ম্বরী,
মুক্তাহারবিলম্বমানবিলসদ্বক্ষোজকুম্ভান্তরী,
কাশ্মিরাগুরুবাসিতারুচিকরী কাশীপুরাধীশ্বরী,
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী। ২।
যোগানন্দকরী রিপুক্ষয়করী ধর্ম্মার্থনিষ্ঠাকরী,
চন্দ্রার্কানলভাসমানলহরী ত্রৈলোক্যরক্ষাকরী,

সর্ব্বৈশ্বর্য্যসমস্তবাঞ্ছনকরী কাশীপুরাধীশ্বরী,
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী। ৩।
কৈলাসাচলকন্দরালয়করী গৌরী উমা শঙ্করী
কৌমারী নিগমার্থগোচরকরী ‑ ওঁকার বীজাক্ষরী
মোক্ষদ্বারকপাটপাটনকরী কাশীপুরাধীশ্বরী
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী। ৪।
দৃশ্যাদৃশ্যপ্রভূতবাহনকরী ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী
লীলানাটকসূত্রভেদনকরী বিজ্ঞানদীপাঙ্কুরী।
শ্রীবিশ্বেশমনঃপ্রসাদনকরী কাশীপুরাধীশ্বরী
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী। ৫।
উর্ব্বী সর্ব্বজনেশ্বরী জয়করী মাতা কৃপাসাগরী
বেণী নীলসমানকুন্তলধরী নিত্যান্নদানেশ্বরী
সর্ব্বানন্দকরী সদাশুভকরী কাশীপুরাধীশ্বরী
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী। ৬।
আদিক্ষান্তসমস্তবর্ণনকরী শম্ভোস্ত্রিভাবাকরী
কাশ্মীরাত্রিজনেশ্বরী ত্রিলহরী নিত্যাঙ্কুরাশর্ব্বরী।
কামাকাঙ্ক্ষকরী জনোদয়করী কাশীপুরাধীশ্বরী
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী। ৭।
দর্ব্বী পঁকেস্বুবর্ণ রত্নঘটিকা দক্ষে করে সংস্থিতা
বামে চারুপয়োধরী সহচরী সৌভাগ্যমাহেশ্বরী

স্ত্রীজাতি আর শূদ্রেরা এইটী উচ্চারণ করিবেন না। তারা মনেমনে (পরের মুখে শোনার মত) স্মরণ করিবেন।

ভক্তাভীষ্টকরী তপঃফলকরী কাশীপুরাধীশ্বরী
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী। ৮।
চন্দ্রার্কানলকোটীপূর্ণবদনা বালার্কবর্ণেশ্বরী।
চন্দ্রার্কাগ্নিসমানকুন্তলধরী চন্দ্রাংশুবিম্বাধরী।
মালাপুস্তকপাশসাঙ্কুশধরী কাশীপুরাধীশ্বরী
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী। ৯।
সর্ব্বত্রাণকরী মহাভয়করী মাতা কৃপাসাগরী
দক্ষাক্রন্দনকরী রিপুক্ষয়করী বিশ্বেশ্বরী শ্রীধরী।
সাক্ষান্মোক্ষকরী নিরাময়করী কাশীপুরাধীশ্বরী
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী। ১০।
অন্নপূর্ণে সদাপূর্ণে শঙ্করপ্রাণবল্লভে।
জ্ঞানবৈরাগ্যসিদ্ধ্যর্থং ভিক্ষাং দেহি চ পার্ব্বতি। ১১।
মাতা চ পার্ব্বতী দেবী পিতা দেবোমহেশ্বরঃ।
বান্ধবাঃ শিবভক্তাশ্চ স্বদেশো ভুবনত্রয়ং। ১২।

ক্ষমা প্রার্থনা—

আবাহনং ন জানামি নৈব জানামি পূজনং। বিসর্জ্জনং ন জানামি ক্ষমস্ব পরমেশ্বরি ॥—এই বলিয়া জল দিবা।

পরে সংহার মুদ্রা দু' হাতের পিঠ এক করিয়া আঙ্গুলগুলির ফাঁকে আঙ্গুল গুলি দিয়ে বুকের কাছ দিয়ে হাতের কবজীর মুটো মুচ্‌ড়ে ঘুরিয়ে নিয়ে দুটি তর্জ্জনী ছোড়িয়ে দিলেই সংহার মুদ্রা হইল। সংহার মুদ্রার দ্বারা একটি ফুল নিয়ে

হৃদয়ে ঠেকিয়ে, মস্তকে ব্রহ্মতালুর উপর রাখিয়া মুদ্রা ছাড়িয়া দিবে,—এই সময়ে চিন্তা করিতে হইবে যে, তেজোময়ী দেবতাকে শ্বাসপথে হৃদয়ে (অর্থাৎ বাহির টাটের উপর হইতে) পুনঃ স্থাপন করিলাম।

আর চক্ষু মুদ্রিত করিয়া দেবীর অঙ্গে আবরণ শক্তির লয় হইল এই চিন্তা করিবা।

পরে ঈশান কোণে এই রকম মণ্ডল করিয়া উচ্ছিষ্ট চণ্ডালিনীকে পূজা করিতে হয়, ঐ নির্ম্মাল্য ফুল হইতে অর্থাৎ ঐ পূজা করা ফুল হইতে একটি ফুল দক্ষিণ হাতে করিয়া উঠাইয়া এতৎ পুষ্পং নম উচ্ছিষ্টচণ্ডালিনীভ্যো নমঃ বলিয়া মাটিতে রাখিবা।

তাব পর আচমন—মূল মন্ত্রের দ্বারায় তিনবার দক্ষিণ হাতের মুটোর মধ্যে জল নিয়ে বিন্দুমাত্র জিহ্বাতে স্পর্শ মাত্র হইবে এমত মাত্রা। আচমন বিধি দেখ।

এই খানের আচমনের পর পূজা সমাপ্ত হইল।

এই খানে শিবপূজা করিতে হয়। নমঃ শিবায় বোলে একগণ্ডুষ জল দিলেও শিবপূজা করা হয়, অথবা বিধি-পূর্ব্বক করা।

শুভমস্তু।

তান্ত্রিকী সন্ধ্যা।

পূর্ব্বের মত শুচি হইয়া আসনে বসিয়া স্ত্রী ও শূদ্রেরা নমঃ বলিবেন আর ব্রাহ্মণেরা ওঁ বলিবেন। যথা—

নমঃ আত্মতত্ত্বায় নমঃ, (কিন্তু ব্রাহ্মণ হইলে বলিবেন ওঁ আত্মতত্ত্বায় স্বাহা ইত্যাদি, আমি স্ত্রী ও শূদ্রের মত লিখিয়া দিলাম) নমঃ বিদ্যাতত্ত্বায় নমঃ, নমঃ শিবতত্ত্বায় নমঃ, এই মন্ত্র বলিয়া তিনবার জলপান করিবে ও পূর্ব্বের লিখিতমতে আচমন করিবে। পরে গঙ্গে চ যমুনে চৈব বলিয়া জলশুদ্ধি করিয়া ধেনু মুদ্রা দেখাইবে। তারপরে প্রত্যেক বারে মূলমন্ত্র বলিয়া তত্ত্বমুদ্রায় তিনবার মাটিতে ও সাতবার নিজের মাথায় ঐ শোধিত জলের ছিটে দিবে। পরে মূলমন্ত্র বলিয়া প্রাণায়াম ও ষড়ঙ্গন্যাস করিবে; তারপরে বাম করতলে জল লইয়া দক্ষিণ হাত দিয়া ঢাকিয়া হং যং বং লং রং এই মন্ত্র তিনবার বলিয়া, বাঁহাতের আঙ্গুল গুলি একটু ঢিলে করিয়া দিলে আঙ্গুলের ফাঁক দিয়া জল পড়িতে থাকিবে। ঐ জল প্রতিবার মূলমন্ত্র বলো আর তত্ত্ব মুদ্রার দ্বারায় সাতবার নিজের মস্তকে দাও। বাকি যে জলটুকু বাঁহাতে থাকিয়া যাইবে, উহা দক্ষিণ হাতে লইয়া, শুঁকিয়া, ঐ জলকে পাপময় ভাবিয়া দূরে ফেলিয়া দিবে (উঠিবে না, ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিবে)। তারপর দুইহাত ধুইয়া ফেলিবে আর বৈদিক আচমন করিবে। (তিনবার শ্রীবিষ্ণু

বলিয়া কলাইভোর জল মুখে দিলেই বৈদিক আচমন হয়) তারপরে দেবতার গায়ত্রী বলিয়া তিনবার জল দিবে। আর নিম্নের লেখা মন্ত্রে প্রত্যেককে তিন তিনবার তর্পণ করিবে।

মনে যেন থাকে ব্রাহ্মণে নমঃ শব্দের স্থানে প্রণব উচ্চারণ করিবেন। ওঁকে প্রণব বলে।

যথা—নমঃ দেবাংস্তর্পয়ামি, নমঃ ঋষীংস্তর্পয়ামি, নমঃ পিতৄংস্তর্পয়ামি, নমঃ মনুষ্যাংস্তর্পয়ামি, নমঃ গুরূংস্তর্পয়ামি, নমঃ পরম গুরূংস্তর্পয়ামি, নমঃ পরমেষ্ঠিগুরূংস্তর্পয়ামি।

মূল মন্ত্র বলিয়া নমঃ অমুক দেবতাং তর্পয়ামি নমঃ, তিনবার এই মন্ত্র বলিয়া তর্পণ করিবে, অর্থাৎ একটু একটু জল দিবে তারপরে দেবতার পটলে যে আবরণ দেবতা আছেন, তাঁদের এক একবার একটু একটু জল দিবে।

পরে নমঃ হংস মার্ত্তণ্ডভৈরবায় প্রকাশশক্তিসহিতায় ইদমর্ঘ্যং (অর্ঘ্য অভাবে জল) শ্রীসূর্য্যায় নমঃ (ব্রাহ্মণে স্বাহা বলিয়া) ত্রিসন্ধ্যায় অর্থাৎ সকালে, দুপুরবেলা, সন্ধ্যাবেলা জল দিবে। কিন্তু স্ত্রীজাতির ও শূদ্রের ঘৃণি সূর্য্য অদিত্য ইদমর্ঘ্যং শ্রীসূর্য্যায় নমঃ বলিয়া অর্ঘ্য অথবা জল দিলেই হইবে।

পরে ওঁ সূর্য্যমণ্ডলমধ্যস্থায়ৈ অমুকদেবতায়ৈ নমঃ, এই বলিয়া দেবতাকে অর্ঘ্য দিবে। স্ত্রী ও শূদ্রেরা গায়ত্রী বলিয়া জল দিলেই হইবে।

কালী দেবতার গায়ত্রী—কালীকায়ৈ বিদ্মহে শ্মশানবাসিন্যৈ ধীমহি তন্নো ঘোরে

অন্নপূর্ণার গায়ত্রী—ভগবত্যৈ বিদ্মহে মাহেশ্বর্য্যৈ ধীমহি তন্নোঽন্নপূর্ণে প্রচোদয়াৎ।

রামচন্দ্রের গায়ত্রী—দাশরথায় বিদ্মহে সীতাবল্লভায় ধীমহি তন্নোরাম প্রচোদয়াৎ

শিবের—তৎপুরুষায় বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহি তন্নো রুদ্র প্রচোদয়াৎ।

তারার—তারায়ৈ বিদ্মহে মহোগ্রায়ৈ ধীমহি তন্নো দেবি প্রচোদয়াৎ।

গায়ত্রী ধ্যান। অর্থাৎ কিপ্রকারে গায়ত্রীকে কোন্ সময় দেখিতে হয় তাহা এই,—প্রভাতে—উদ্যদাদিত্যসংকাশাং পুস্তকাক্ষকরাং স্মরেৎ কৃষ্ণাজিনধরাং ব্রাহ্মীং ধ্যায়েত্তারকিতেঽম্বরে॥ অর্থাৎ যখন সাধক কূটস্থে ম্যালা তারা বা কতক গুলি তারাযুক্ত আকাশময় ক্ষেত্রে রক্তিম প্রভাময় তেজঃ সম্পন্ন আদিত্যের মত গোলাকার দর্শন করিবেন, উহাই প্রাতর্গায়ত্রী দেবী বলিয়া জানিবেন। ঐ গোলাকারের ঠিক্ মাঝখানে দেখিতে দেখিতে যখন ঐ তেজোরাশি ভেদ হইয়া যাইবে, তখন পুস্তক ও রুদ্রাক্ষ মালাধারিণী কৃষ্ণসারচর্ম্মের মত বসনপরিধানা একটী স্ত্রীমূর্ত্তি দর্শন করিবেন। ইহাকেই প্রভাতগায়ত্রী প্রত্যক্ষ করা বলে॥

মধ্যাহ্নে ঃ—শ্যামবর্ণাং চতুর্ব্বাহুং শঙ্খচক্রলসৎকরাং গদাপদ্মধরাং দেবীং সূর্য্যাসনকৃতাশ্রয়াং।

ঐকূটস্থে ঐ সূর্য্যের ভিতরে ঐ তেজ ভেদের পর শঙ্খ-

চক্র গদা পদ্ম ধরা শ্যামবর্ণা বৈষ্ণবী মূর্ত্তি দেখিবেন, আর যখন তেজ ভেদ না হইবে তখন ঘোর তেজোময় কিনেরার মাঝখানে কালো বর্ণ ভূমিকা দেখিবেন। অর্থাৎ এইরূপ দর্শনই মধ্যাহ্ন গায়ত্র্যং দর্শন বলে।

সায়াহ্নে ঃ—সায়াহ্নে বরদাং দেবীং গায়ত্রীং সংস্মরেদ্‌যতিঃ শুক্লাং শুক্লাম্বরধরাং বৃষাসনকৃতাশ্রয়াং। ত্রিনেত্রাং বরদাং পাশং শূলঞ্চ নৃকরোটিকাং। সূর্য্যমণ্ডলমধ্যস্থাং ধ্যায়েদ্দেবীং সমভ্যাসেৎ॥

সায়াহ্নে শুক্লবর্ণা, শুক্লবস্ত্রধারিণী, বৃষাসনা, মানুষের কপাল, শূল, ও পাশনামক অস্ত্র (অর্থাৎ বাধিবার দড়ি) ধরা সূর্য্যমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তিনী (শিবারূপিণী) গায়ত্রী দেবীকে ধ্যান করিবে।

ধ্যানান্তে দশবার দেবতার গায়ত্রী জপ করিয়া, পরে এইখানে যার যে দেবতা, যদি দেবতা পুরুষ হযেন তো সুরেশ্বর, মহেশ্বর, জনার্দ্দন আদি বলিবে। গুহ্যাতিগুহ্য-গোপ্‌ত্রী ত্বং (পুরুষ হইলে গোপ্তা ত্বং বলিবে) গৃহাণাস্মৎ-কৃতং জপং সিদ্ধির্ভবতু মে দেবি ত্বৎপ্রসাদাৎ মাহেশ্বরি। বলিয়া একটু জল ফেলিয়া দিবে।

তারপর বৃং বলিয়া আপন মস্তকে জল দিবে। করযোড করিয়া বামচক্ষের কানের দিকের কোণ, তারপর দক্ষিণ চক্ষের কানের দিকের কোণ, তারপর কপাল স্পর্শ করিয় প্রণাম করিবে। বাম দিকে নমঃ গুরুভ্যো নমঃ. নমঃ পরম

গুরুভ্যো নমঃ, নমঃ পরাপরগুরুভ্যো নমঃ, নমঃ পরমেষ্ঠি-গুরুভ্যো নমঃ, দক্ষিণ দিকে নমঃ গণেশায় নমঃ, (ভ্রূমধ্যে বা কপালে) নমঃ বীজমন্ত্র ও অমুক দেবতায়ৈ নমঃ। পুরুষ হইলে দেবায় বলিও।

তারপর মূল মন্ত্রে প্রাণায়াম করিয়া পরে ঋষ্যাদিন্যাস করিবা। তারপরে করন্যাস ও ষড়ঙ্গন্যাস করিয়া মস্তকে দশবার মূলমন্ত্র জপ করিয়া দেবতার ধ্যান করিবে। তারপর ১০৮ বার কিম্বা এক হাজার বার মূলমন্ত্র জপ করিয়া (জপ যতই করো আটবার অধিক করিও) যখন জপ সমাপ্ত হইবে, তখন দেবতা পুরুষ হইলে তাঁর দক্ষিণ হস্তে আর দেবতা স্ত্রী হইলে তাঁর বাম হস্তে ঐ জপ সমর্পণের জলটুকু দিতে হয়। এই জল হয় কুশী আদি না হয় তো দক্ষিণ হাতকে গরুর কানের মত করিয়া জল লইয়া গুহ্যাতি মন্ত্রে জপের ফল অর্পণ করিতে হয়। তারপরে আবার প্রাণায়াম করিয়া নমস্কার করিতে হয়, নমস্কার করিলেই সমাপ্ত হইল।

অন্নপূর্ণার নমস্কার মন্ত্র।—অন্নপূর্ণে সদাপূর্ণে শঙ্কর-প্রাণবল্লভে। জ্ঞান-বৈরাগ্যসিদ্ধ্যর্থং ভিক্ষাং দেহি চ পার্ব্বতি॥

অপর একটি প্রণাম মন্ত্র—দেবি চন্দ্রকৃতাপীড়ে সর্ব্ব-সাম্রাজ্যদায়িনি, সর্ব্বানন্দকরে দেবি অন্নপূর্ণে নমোঽস্তুতে॥

শুভমস্তু।